অধ্যায় ২৭: মদ খাওয়া, নেশা করা (বা মাদক দ্রব্য গ্রহণ) এবং ধূমপান

তথাকথিত "মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার" বর্তমানে সমাজের একটি অত্যন্ত ভয়ানক সমস্যা। (ঔষধ বা) মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, মদপান আর ধূমপানের বিষয়ে খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের অবস্থান কি হওয়া উচিৎ? এই বিষয়গুলোতে খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের কেমন মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

মূল পাঠ : ইফিষীয় ৫:১৫-২১

পৌল ইফিষ শহরের বিশ্বাসীদেরকে তাদের জীবন সম্পর্কে সার্বজনীন কিছু পরামর্শ এবং দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। তিনি স্পষ্টভাবে মদ খেয়ে মাতাল না হবার কথা বলেছেন। আর এটা হলো বুদ্ধিহীন লোকদের মতো না চলে জ্ঞানীদের মতো চলার একটি উদাহরণ (১৫ পদ)। মদ খেলে মাতলামি আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে, তাই তা না করে বরং ঈশ্বরের "পবিত্র আত্মায়" আমাদের পূর্ণ হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ, ঐশ্বরিক চিন্তা-চেতনায় আমাদের মনকে পূর্ণ করা উচিৎ এবং এগুলো দ্বারা আমাদের উচিৎ আমাদের জীবন পরিচালনা করা। মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের প্রভাবে লক্ষ্যহীন ভাবে ভেসে বেড়াবার চাইতে আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে তার পবিত্র আত্মার গঠনমূলক প্রভাবে পরিচালিত হওয়া।

১. পৌল কি আমাদের একেবারেই মদ খেতে মানা করেছেন?
২. পৌল কেন আমাদেরকে মদ খেয়ে মাতাল হতে মানা করেছেন?
৩. অন্য আর কি কি উপায়ে মাতলামি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবনকে তার খ্রিষ্টীয় আদর্শ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে?
৪. কিভাবে আমরা "পবিত্র আত্মায় পূর্ণ" হতে পারি?

মদ খাওয়া কি অন্যায়?

কেউ কেউ দাবী করেন, যে কোন ধরণের মদ খাওয়াই হল পাপ। কিন্তু বাইবেল আমাদের ঠিক এরকম শিক্ষা দেয় না। একটি উপযুক্ত পরিবেশে পরিমিত মাত্রায় মদ পান করা এবং মদ পানের অপব্যবহার (বা মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার) মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে। নীচে বিষয়গুলো ভেবে দেখুন:

১. **অন্যান্য খাবার বা পানীয়ের মতো Wine (বা আঙ্গুর থেকে তৈরি করা মদ অথবা দ্রাক্ষারসও) ঈশ্বরের দান আর তাই তা আমরা পানীয় হিসেবে উপভোগ করতে পারি।**
   ঈশ্বরের রাজ্যে কি মদ থাকবে? যোয়েল ৩:১৮
   ঈশ্বর কি ওয়াইন বা আঙ্গুরের রসকে আশীর্বাদ বলে অভিহিত করেছেন?
২. **কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময়ে ওয়াইনের একটি স্থান রয়েছে।**
   যীশু কি বিয়ের উৎসবের সময়ে ওয়াইন খাওয়াকে সমর্থন করেছিলেন? (যোহন ২:১-১১)।
৩. **যীশু তার শেষ ভোজে তার রক্তের প্রতীক হিসেবে দ্রাক্ষারস বা ওয়াইন ব্যবহার করেছিলেন।**
   যীশু যদি চাইতেন তাহলে কি তিনি তার আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে মন্দ বা নিষিদ্ধ কোন মাদক ব্যবহার করতে পারতেন না? (লূক ২২:১৭-২০)

এসব সত্ত্বেও যীশুর মৃত্যু আর পুনরুত্থানকে স্মরণ করার জন্য রুটি আর দ্রাক্ষারস (বা ওয়াইন) গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য কোন ক্ষেত্রে আমাদের মদ্য গ্রহণের কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। আমাদেরকে বিচক্ষণ হতে হবে, কারণ কোনো কোনো সময়ে মদ্য পান

করা হয়তো আমাদের জন্য যথোপযুক্ত নয় (যেমন: দানিয়েল ১:৮; যিরমিয় ৩৫:৫-৮)। আপনি কি বর্তমানে সময়ের এমন কোন পরিস্থিতির কথা মনে করতে পারেন যেখানে মদ পান করা আমাদের জন্য "জ্ঞানবানের মত"' চলা হবে না?

অতিরিক্ত পরিমাণে মদ জাতীয় পানীয় পান করাকে বাইবেলে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে (হিতো ২০:১; ১ করি ৫:১১; ৬:৯-১০)। মদ পান করা একান্তই বোকামি, এর ফলে আপনি আরও অন্যান্য বিভিন্ন পাপ করে ফেলতে পারেন। এছাড়া মদ পানের মাধ্যমে আমারা আমাদের নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আর সেটাও যা একজন বিশ্বাসীর হিসেবে আমাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মদ জাতীয় পানিয় খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। এর ফলে আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয় যার মধ্য হার্টের রোগ এবং দীর্ঘস্থায়ী লিভারের অসুখ অন্যতম। আমাদের শরীরকে আমাদের পবিত্র ভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা কখনই আমাদের শরীরকে অপব্যবহার না করি।

ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের দেশের আইন মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন (তীত ৩:১)। আর তাই মাতলামি, বিশৃঙ্খল ভাবে জীবনযাপন, অপ্রাপ্ত বয়সে মদ খাওয়া, মদের প্রভাবে থাকাকালীন অবস্থায় গাড়ী চালানো এবং এধরণের অন্যান্য কোন অনৈতিক আর অবৈধ কার্যক্রম কোনভাবেই বিশ্বাসীদের জীবনে স্থান পেতে পারে না।

আপনি হলে কি করতেন?

নীচে দেওয়া পরিস্থিতিগুলো নিয়ে ভেবে দেখুন এবং এই পরিস্থিতি-গুলতে কি কাজ করা ঠিক হবে বলে আপনি মনে করেন তা বলুন:

১. আপনি আপনার এক বন্ধুর বিয়েতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ পেলেন। আপনি জানেন যে সেখানে মদ পরিবেশন করা হবে, এবং কেউ কেউ হয়তো অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খেয়ে মাতাল হবে। সেখানে কি আপনার যাওয়া উচিৎ হবে? এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রভু যীশু কি যোহন ২:১-১৭ পদে মাদের জন্য কোন উদাহরণ দিয়েছেন?
২. আপনি এমন একজন লোকের সাথে বসে খাবার খাচ্ছেন যিনি কেবল কিছুদিন আগে তার অতীত জীবনের মদ খেয়ে মাতাল হবার সমস্যা থেকে কাটিয়ে উঠেছেন। সেক্ষেত্রে আপনার কি আপনার এক গ্লাস মদ সাধা বা মদ খেতে উৎসাহিত করা উচিৎ হবে? আপনার নিজের কি এক্ষেত্রে তার সামনে মদ খাওয়া উচিৎ? ১ করি ৮:১৩ পদ কি এধরনের পরিস্থিতির জন্য আমাদের কোন শিক্ষা দেয়?
৩. আপনি একটি নতুন চাকরী পেলেন, আপনার সহকর্মীরা আপনাকে বললো যে তারা মাঝে মাঝে এক সঙ্গে একত্রিত হয়ে আনন্দ করার জন্য মদ খায়। আপনার কি তাদের সঙ্গে সেখানে যোগ দেওয়া উচিৎ? লূক ৫:২৯; ৭:৩৪; পদগুলো পড়ুন, এই পদগুলো কি আমাদের এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য কোন শিক্ষা দেয়?

অনুবাদকের টীকা: আমাদের দেশে আমরা এলকোহল যুক্ত যেকোনো পানিয়কেই মদ বলি। Wine (ওয়াইন) এক ধরনের বিশেষ মদ যা, আঙ্গুরের নির্যাশ থেকে তৈরি। বাংলাতে এটিকে সাধারণত দ্রাক্ষারস বলে অনুবাদ করা হয়। তবে সব আঙ্গুরের রশ বা দ্রাক্ষারসই ওয়াইন নয়। মণ্ডলীতে প্রভুর ভোজের সময় যা খাওয়া হয় তা হল ওয়াইন, প্রভু যীশু তার শেষ ভোজে যা খেয়েছিলেন

এবং কান্না নগরে যা তৈরি করেছিলেন তা হল ওয়াইন। কোন কোন দেশে ওয়াইন পাওয়া যায় না বলে প্রভুর ভোজের জন্য যে কোন আঙ্গুরের রস ব্যাবহার করা হয়। ওয়াইনে সাধারণত কিছু পরিমাণে এলকোহল থাকে।

ধূমপান বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য বা নেশা করার বিষয়গুলো আমাদের কিভাবে দেখা উচিৎ?

ধূমপান বা অন্যান্য নেশা গ্রহণ করা সম্পর্কে বাইবেলে তেমন কিছু বলা হয় নি। "মাদক" শব্দটি (যার আরেক অর্থ ঔষধ তার) দ্বারা আমরা এমন কিছু বুঝাচ্ছি যা আমাদের মন বা অনুভূতি পরিবর্তন করার এবং "আনন্দদায়ক" অনুভূতির জন্য ব্যবহার করা হয় (অর্থাৎ যে সমস্ত ওষুধ রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য ব্যাবহার করা হয় না) এই ধরনের মাদক আমাদেরকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এধরনের বিষয়গুলো বিবেচনা করার ক্ষেত্রে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ।

১. **আমাদের মন-মেজাজ বা অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে বরং আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে পাওয়া পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের জীবন পরিচালনা করা। (ইফি ৫:১৫-২১)**
   মদের অপব্যবহার হোক বা অন্যান্য কোন নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহারই হোক এই নীতিটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মদের ক্ষেত্রে হয়তো বলা যেতে পারে যে পরিমিত মাত্রায় মাঝে মাঝে মদ খাওয়া হয়তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু হেরোইন, মারোয়ানা (cannabis), অ্যাফিটামিন (amphetamine), অথবা কোকেইনের এর ব্যবহার আমাদের জন্য কোন ভাবেই উপকারী বা গ্রহণযোগ্য নয়। যারা এই ধরণের মাদক দ্রব্যে আসক্ত বা যদি তারা কোন ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করে, তাহলে তার জীবন পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের যে শক্তি রয়েছে তা সে অগ্রাহ্য করে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার প্রমাণ দেয়। মাদক দ্রব্যে আসক্তি আমাদের সমাজে এবং পারিবারিক জীবনে যে মন্দতা নিয়ে আসে তাও আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট (আইন ভাঙ্গা, পরিবারের বন্ধন নষ্ট হয়ে যাওয়া, সমাজ-সংসার হারানো মাদকের পরিণতির কিছু উদাহরণ) ।

২. **বিশ্বাসীদের দেহকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের মন্দির (১ করি ৩:১৬-১৭, ৬:১৯-২০)**
   এই পদগুলোতে আরো বলা হয়েছে যে এই মন্দিরকে কখনোই অবহেলা বা ধ্বংস করা উচিৎ না। আর আমরা যদি তা করি সেটা হবে ঈশ্বর যিনি আমাদের তৈরি করেছেন তাকে অপমান করা। অত্যধিক মদ, সিগারেট খাওয়া, আর নেশায় আক্রান্ত একটি শরীর ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার বাসস্থান হতে পারে না। পৌল আমদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে আমাদেরকে দেহকে (প্রভু যীশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে) অনেক দামে কেনা হয়েছে আর তাই আমরা আমরা ইচ্ছা করলেই আমদের এই দেহকে ধ্বংস করতে বা আমাদের মনকে কলুষিত করতে পারি না

৩. **খ্রীষ্টে বিশ্বাসী আর ঈশ্বরের আরাধনাকারী হিসাবে আমাদেরকে পবিত্র হতে বলা হয়েছে।**
   পুরাতন নিয়মের দেখানো ঈশ্বরের আইন অনুসারে ঈশ্বরের সামনে পবিত্রতার চিহ্ন হিসাবে শরীরের বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর দেহকে রোগমুক্ত রাখা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নিয়মে যীশু দেখিয়েছেন যে অপবিত্রতা আসে মানুষের ভিতর থেকে, এগুলো আসে মানুষের মন্দ চিন্তা আর অপবিত্র মন-মানসিকতা থেকে। আমরা যদি স্বেচ্ছায় আমাদের দেহকে অপবিত্র করি তাহলে ঈশ্বর যে পবিত্রতা চান তা আমাদের পক্ষে কোন ভাবেই রক্ষা করা সম্ভব না। ধূমপান করা ও নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা হল পাপে পূর্ণ জীবনযাপন। ঈশ্বর যে পবিত্র জীবন চান সেই জীবনে নেশা করার স্থান থাকতে পারে না।

৪. **পরিবর্তিত হবার সময়ের কোন শেষ নাই।**

আপনি যদি নেশা করার মধ্য দিয়ে পাপ করে থাকেন, তাহলে আপনার মন-পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। আপনি যদি কোন কিছুর নেশায় আসক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জীবনে পরিবর্তন আনা হয়তো আপনার জন্য আরো কঠিন হবে, কিন্তু এই অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

> আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের যে শক্তি কাজ করে সেই শক্তি অনুসারে আমরা যা চাই বা যা কল্পনা করি তিনি তার চাইতেও অনেক বেশী সাহায্য করতে পারেন (ইফিষীয় ৩:২০)।

সারাংশ

১. নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিমিত মাত্রায় এবং উপযুক্ত পরিবেশে, একজন বিশ্বাসী মদ পান করতে পারে। তবে মাতাল হওয়া একটা পাপ। একজন বিশ্বাসী যদি তার মদ পান করাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে তার পক্ষে বরং সম্পূর্ণভাবে মদ থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

২. আনন্দ বা শিহরণ উপভোগ করার জন্য অথবা খারাপ কোন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হবার জন্য কোন মাদক দ্রব্য, নেশা বা ধূমপানের উপরে নির্ভর করার চাইতে একজন বিশ্বাসীর বরং উচিৎ বাইবেলর থেকে পরামর্শ নেওয়া এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল হয়ে চলা।

৩. ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য ব্যবহার করে (ঈশ্বরের সৃষ্টি করা) আমাদের এই দেহকে অপবিত্র করবার কোন অধিকার আমাদের নেই।

চিন্তার উদ্দীপক

১. মদের খাওয়ার একটি সমস্যা হল এটি আমাদের নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। আর তার মানে হল, আমরা যখন মদের প্রভাবে থাকি আমরা খুব সহজে পাপ-পূর্ণ কথা বলতে বা কাজ করতে পারি। মদ খাওয়ার কারনে পাপ করার কি কি উদাহরণ আপনি বাইবেল থেকে খুজে বের করতে পারেন?

২. ২ করি ৬:১৭-১৮ পদ পড়ুন। মাদক দ্রব্য গ্রহণ, মদ খাওয়া আর ধূমপানের বিষয়টি কিভাবে পবিত্রতা - অর্থাৎ "অশুচি" বিষয় থেকে নিজেকে পৃথক রাখার সঙ্গে জড়িত? একজন ব্যক্তির পক্ষে কি "অন্তরে পবিত্র" থাকা সম্ভব যখন তিনি তার দেহকে নেশা করার কাজে ব্যবহার করেন? মুখ রক্ষা করার নামে, বা পরিস্থিতির চাপে কি আমাদের কখনো নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা উচিৎ?

৩. ১ করি ৩:১৬-১৭ পদে আমাদের বলে যে আমরা ঈশ্বরের মন্দির, আর তাই আমরা আমাদের দেহকে কলুষিত করতে পারি না। ধূমপান বা সিগারেট জাতীয় কিছু খাওয়া একটি স্পষ্ট উপায় যার মাধ্যমে আমারা আমাদের দেহের ক্ষতি করতে পারি। এটা ছাড়া আর কি কি উপায়ে আমরা আমাদের দেহকে ক্ষতি করতে পারি যা আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়? এই কাজগুলো কি সরাসরি ভাবে কোন পাপ, নাকি এই কাজগুলর প্রভাবে আমরা অন্যান্য পাপ করি?

আপনি নিজে কি মদপান, ধূমপান বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যের নেশায় ভুগছেন?

আপনার সমস্যা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসুন, আর আপনার অনুভূতির কথা তার কাছে খুলে বলুন। ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করুন যে এসমস্ত কাজ পাপ, এবং এসব সমস্যা থেকে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য তার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করুন। এই সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য ডাক্তারি সহযোগিতা বা কোন কাউন্সেলরের (বা পরামর্শকের) সহযোগিতা নিন , সম্ভব হলে এই কাজের জন্য এমন কাউকে বাছাই করুন যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

সহায়ক অনুসন্ধান

১. ১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায় পড়ুন। সেখানে দেখা যায় যে, প্রেরিত পৌলের সময়ে করিন্থীয় মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে প্রতিমার কাছে পূজা করে উৎসর্গ করা মাংস সর্বসাধারণের সামনে খাওয়া একটি বিশেষ সমস্যা ছিলো। কোন কোন সদস্যদের কাছে এটি কোন বড় সমস্যা ছিলো না কারণ তারা জানতো যে প্রতিমাগুলো ছিল অর্থহীন আর তাই সেগুলো সামনে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাও মূল্যহীন। অন্যরা মনে করতো এধরনের মূর্তি পূজা করা ঠিক না, তাই তারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকতো। আসলে প্রেরিত পৌল কোন বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন? মদ খাওয়ার বিষয়ে একজন বিশ্বাসীর মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয় কি আমরা পৌলের দেওয়া উপদেশ থেকে কোন শিক্ষা পেতে পারি?

২. কোন কোন লোকের জন্য অতিরিক্ত সিগারেট বা মদ খাওয়া বন্ধ করা একটি বড় সমস্যা। হেরোইন এর মতো মাদক দ্রব্যের প্রতি নেশা ছাড়া সহজ কাজ না। তবে সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হল প্রথম থেকেই এগুলোর কোনটির সাথে জড়িত না হওয়া। বাইবেল থেকে এমন কিছু ঘটনা খুঁজে বের করুন যেখানে মানুষ কঠিন প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিল। (এই উদাহরণগুলো দিয়ে শুরু করুন: আদিপুস্তক ৩৯:৭-১২; মথি ৪:৩; মথি ২৬:৪১।)

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- Taking control: a guide for youth লেখক Rob J Hyndman (Melbourne Christadelphian Sunday Schools, কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৭)। ৩৫ পৃষ্ঠা। এ ধরণের বইতে মদপান, ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার মতো অনেক যুবক-যুবতীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- Freedom in Christ লেখক H.A. Twelves (Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৮)। ১০ অধ্যায় : ধূমপান। ৬ পৃষ্ঠা।

আরও দেখুন

১৪. পবিত্রতা ও বাধ্যতা

১৬. প্রলোভন

১৭. পাপ

২৮. মন-পরিবর্তন

৬৩. বন্ধু-বান্ধবী

৬৪. অবসর সময়